

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৬ উপলক্ষে কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের বাণী

৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজ মহান জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ও গৌরবময় বিজয়ের দিন। ২০২৪ সালের এই দিনে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক ও ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটে। প্রবল গণরোষে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় ফ্যাসিস্ট সরকার। জাতি অর্জন করে এক ঐতিহাসিক বিজয়।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিম, ইয়ামিন, ফারহান, নাফিজ, তাইম, নাঈমা, শিশু রিয়া ও আহাদসহ গণঅভ্যুত্থানে আত্মোৎসর্গকারী হাজারো বীর শহিদকে। একই সঙ্গে আন্দোলনে আহত এবং হাত-পা-চোখ হারিয়ে পঙ্গুত্ববরণকারী জুলাই যোদ্ধাদের প্রতিও জানাই গভীর সম্মান ও আন্তরিক সহমর্মিতা। তাঁদের এই বিরল আত্মত্যাগ, অসীম সাহস ও অসামান্য অবদান জাতি চিরকাল স্মরণ করবে এবং তা অনন্তকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ দেড় দশকের দুঃশাসন, বৈষম্য, সীমাহীন দুর্নীতি, শোষণ, গুম-খুন, দলীয়করণ; গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও বাকস্বাধীনতা হরণ এবং জেল-জুলুমের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের অপ্রতিরোধ্য বহিঃপ্রকাশ। দেশনেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা ও কারাগারের দুঃসহ জীবন, বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গায়েবি মামলা-হামলা, দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সমাজে বিভাজন, মিথ্যাচার, নির্বিচার দমন-পীড়নের ফলে মানুষের মনে তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল তীব্র ক্ষোভ। এরই সঙ্গে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্যাংক-বিমাসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে করা হয়েছিল দুর্বল, অচল ও জনবিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রকে পরিণত করা হয়েছিল ভঙ্গুর, তাবেদার আর মাফিয়া নিয়ন্ত্রিত। এসব অনাচারের ফলে জনমনে সঞ্চিত হয়েছিল ক্ষোভ ও তীব্র অসন্তোষ। ফলে কোটা সংস্কারের আন্দোলন দিয়ে শুরু হলেও নিরস্ত্র শিক্ষার্থী-জনতার ওপর নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকান্ডে এই ঘনীভূত ক্ষোভ ও জনরোষ দ্রুত রূপ নেয় সর্বব্যাপী গণঅভ্যুত্থানে।

এই গণঅভ্যুত্থানে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী-শিক্ষক, তরুণ-যুবসমাজ, রাজনৈতিক কর্মী; শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী মানুষ অভিভাবক, সর্বস্তরের মানুষ অসীম সাহস ও ত্যাগের প্রতিজ্ঞা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও সমবেত শক্তিতে রাজপথে নেমে আসেন।

তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের উর্ধে দেশের স্বার্থই সর্বাগ্রে। "সবার আগে বাংলাদেশ" এই চেতনাই হোক আমাদের সকল কর্ম, চিন্তা ও অঙ্গীকারের মূল প্রেরণা। জুলাই আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ঐক্য, সম্প্রীতি, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

এই উদ্দেশ্যকে হৃদয়ে ধারন করে কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন, নৈতিকতা ও দেশপ্রেমে সমৃদ্ধ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি বিশ্বাস করি, নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেম, সততা ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষি, বিজ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণা এবং উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে শান্তি, সাম্য, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে আরো দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করুন।।

আমি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সকল শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।